সওজের ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট

কাজী সায়েদা মমতাজ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পোর্টাল (http://eprocure.gov.bd) পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিটের (সিপিটিইউ) গঠিত, তৈরি ও পরিচালিত। ই-জিপি সিস্টেমটি সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা (পিএ) এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানগুলোর (পিই) ক্রয়কার্য সম্পাদনের জন্য একটি অনলাইন প্লাটফর্ম।

এটি একমাত্র ওয়েব পোর্টাল, যেখান থেকে এবং যার মাধ্যমে ক্রয়কারী সংস্থা ও ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান নিরাপদ ওয়েব ড্যাসবোর্ডের মাধ্যমে ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারবে। ই-জিপি সিস্টেম সিপিটিইউতে স্থাপিত ডাটা সেন্টারে হোস্ট করা হয়েছে। ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরকারের ক্রয়কারী সংস্থা এবং ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান ই-জিপি ওয়েব পোর্টালে প্রবেশ করতে পারবে।

সরকারি ক্রয়কাজে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২-এর আওতায় সম্পাদিত হয়েছে। এই পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে সরকারের সব প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার হবে বলে এর মাধ্যমে সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়ায় দরদাতাদের অবাধ অংশ নেয়া ও সমসুযোগ সৃষ্টি হবে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হওয়ার জন্য এই পদ্ধতিতে সরকার আগ্রহী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ক্রয় আইন ২০০৬-এর ৬৫নং ধারা অনুযায়ী ই-জিপি নীতিমালা অনুমোদন করেছে। অনুমোদিত নীতিমালা অনুযায়ী দুই ধাপে ই-জিপি সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে :

প্রথম ধাপে চারটি ক্রয়কারী সংস্থা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লিউডিবি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (এলজিইডি), সড়ক ও জনপথ বিভাগ (আরএইচডি) এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের (আরইবি) ১৬টি ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানে এবং সিপিটিইউতে পরীক্ষামূলকভাবে ই- টেন্ডারিং চালু করেছিল। পর্যায়ক্রমে এই সিস্টেম চারটি ক্রয়কারী সংস্থার জেলাশহর পর্যন্ত ২৯৫টি ক্রয়কারী সত্তায় বিস্তৃত হয়েছে। পরে এটি দেশের সব সরকারি ক্রয় সংস্থার অধীনস্থ ক্রয়কারী সত্তাসমূহে প্রবর্তিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় ধাপে ই-কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ই-সিএমএস) চালু হয়েছে, যার মাধ্যম চুক্তি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সব কাজ (যেমন– কর্ম পরিকল্পনা জমা দেয়া, মাইলস্টোন নির্ধারণ করা, ক্রয় প্রক্রিয়ার গতিবিধি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করা, প্রতিবেদন তৈরি, মান পর্যবেক্ষণ, চলমান বিল তৈরি, সরবরাহকারীর শ্রেণিবিন্যাস এবং কার্যসমাপ্তি সনদ তৈরি করা হয়েছে।

২ জুন ২০১১ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা eprocure.gov.bd পোর্টাল উদ্বোধন করেন।

ঠিকাদার যদি e-GP-তে রেজিস্ট্রেশন করতে চায়, তখন www.eprocure.gov.bd-তে ক্লিক করে New Registration-এ ক্লিক করবে এবং ঠিকাদারের অবশ্যই একটি Valid e-mail ID থাকতে হবে এবং একজন কমপিউটার বিশেষজ্ঞ থাকতে হবে। কারণ, দরপত্র সংক্রান্ত সব তথ্য কমপিউটার থেকে জানতে হবে। সেজন্য ঠিকাদারকে একজন কমপিউটার জানা লোক প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে কমপিউটারে আপলোড করতে হবে। ঠিকাদারকে দরপত্র সংক্রান্ত ই-মেইলের মাধ্যমে জানানো হবে। প্রথমবার যখন ঠিকাদার রেজিস্ট্রেশন করবে, তখন ব্যাংকে ৫০০০ টাকা জমা দিতে হবে। এরপর প্রতি বছরের জন্য ২০০০ টাকা দিয়ে নবায়ন করতে হবে। ঠিকাদার হোম পেজের Annual Procurement Program থেকে জানতে পারবে কোন কোন প্রতিষ্ঠানে কী কী দরপত্র আহ্বান করবে। সাধারণত একজন ঠিকাদার বা যেকেউ যেকোনো দরপত্র ওয়েবসাইট থেকে দেখতে পারবে, কিন্তু শুধু যেসব ঠিকাদার ব্যাংক টেন্ডার ডকুমেন্ট কেনার টাকা জমা দেবে তারাই শুধু দরপত্রের ডকুমেন্ট ডাউনলোড করতে পারবে। ক্লোজিং ডেটের আগের দিন দরপত্র অনলাইনে জমা দেয়া ভালো। কারণ, শেষ দিন সার্ভারে সমস্যা হতে পারে, বিদ্যুৎ নাও থাকতে পারে, আবার ইন্টারনেটে সমস্যা হতে পারে। সেজন্য একদিন আগে দরপত্র জমা দেয়া উচিত। অনলাইনে যেকোনো স্থান থেকে যেকোনো সময় দরপত্র পাঠানো করা যায়।

যেহেতু দরপত্রগুলো অনলাইনে, সেহেতু দরপত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই খুলতে হবে। এক ঘণ্টার মধ্যে না খুললে আবার HOPE-এর অনুমতি নিয়ে খোলার সময় বাড়াতে হবে। সুতরাং যথাসময়ে তা খুলতে হবে। আগেই ওপেনিং মেম্বারদের ইউজার আইডি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে, আইডি/পাসওয়ার্ড ঠিক আছে কি না। অন্যথায় অনেক সময় দেখা যায় আইডি লক হয়ে গেছে এবং পাসওয়ার্ড ভেরিফিকেশন করতে হচ্ছে, তখন ওপেনিং টাইম শেষ হয়ে যেতে পারে। সেজন্য আগেই আইডি/পাসওয়ার্ড চেক করে রাখতে হবে।

ই-জিপি পোর্টালে দরপত্রদাতাদের রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত জরুরি তথ্যাবলী।

ই-জিপি পোর্টালে নতুন সদস্য হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের আগে দরপত্রদাতা, পরামর্শক ও অন্যান্য সম্ভাব্য ব্যবহারকারীকে নিম্নোক্ত বিষয় লক্ষ করা প্রয়োজন :

০১. বাংলাদেশ সরকারের ই-জিপি পোর্টাল রেজিস্ট্রেশনের আগে একটি বৈধ ই-মেইল আইডি থাকতে হবে। ০২. রেজিস্ট্রেশনের সময় আপলোডের জন্য প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টগুলোর রেজিস্ট্রেশনের ধরন অনুযায়ী সব স্ক্যান কপি কমপিউটারে সংরক্ষিত থাকতে হবে। ০৩. কমপিউটারে সিপিটিইউয়ে পরীক্ষিত যেকোনো একটি ব্রাউজার (যথা– Internet Explorer 8.x, Internet Explorer 9.x and Mozila Firefox 3.6x) ইনস্টল করা থাকতে হবে।

এক নজরে সওজ ই-জিপি কার্যক্রম ৩১ মার্চ ২০১৫

সময়	টার্গেট	দরপত্র
জুলাই ১১-জুন ১২	৪	৩
জুলাই ১২-জুন ১৩	১০০	১৭২
জুলাই ১৩-জুন ১৪	১৪০০	১৬৭৪
জুলাই ১৪-জুন ১৫	২৪০০	২৪১৪

রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ার প্রবাহ

জাতীয় দরপত্রদাতা/পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের যেসব ডকুমেন্ট আপলোড করতে হবে :

* কোম্পানি ইনকর্পোরেশন সনদ কোম্পানির ক্ষেত্রে অথবা রেজিস্ট্রেশন ডকুমেন্টস।
* ট্রেড লাইসেন্স।
* বৈধ করদাতা শনাক্তকরণ নম্বরের (TIN)

(বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়)